

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

13506 - দোয়া কবুল হওয়ার শর্তগুলো কি কি; যাত দোয়াটি আল্লাহর কাছে কবুল হয়

প্রশ্ন

দোয়া কবুল হওয়ার শর্তগুলো কি কি; যাত দোয়াটি আল্লাহর কাছে কবুল হয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

দোয়া কবুল হওয়ার বেশকিছু শর্ত রয়েছে। যমেন:

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে না ডাকা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করে বলেন: “যখন প্রার্থনা করবে তখন শুধু আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে এবং যখন সাহায্য চাইবে তখন শুধু আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে।” [সুনানে তরিমযি (২৫১৬), আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়তি করছেন]

এটাই হচ্ছে আল্লাহর বাণীর মর্মার্থ “আর নশিচয় মসজদিসমূহ আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকে না।” [সূরা জন্, আয়াত: ১৮] দোয়ার শর্তগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এ শর্ত পূরণ না হলে কোন দোয়া কবুল হবে না, কোন আমল গৃহীত হবে না। অনেকে মানুষ রয়েছে যারা নিজদের মাঝে ও আল্লাহর মাঝে মৃতব্যক্তদেরকে মাধ্যম বানিয়ে তাদেরকে ডাকে। তাদের ধারণা যেহেতু তারা পাপী ও গুনাহগার, আল্লাহর কাছে তাদের কোন মর্যাদা নেই; তাই এসব নেককার লোকেরা তাদেরকে আল্লাহর নকৈট্য হাছলি করিয়ে দাবে এবং তাদের মাঝে ও আল্লাহর মাঝে মধ্যস্থতা করবে। এ বিশ্বাসের কারণে তারা এদের মধ্যস্থতা ধরে এবং আল্লাহর পরবির্তে এ মৃতব্যক্তদেরকে ডাকে। অথচ আল্লাহ বলেছেন: “আর আমার বান্দারা যখন আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (তখন আপনি বলে দনি) নশিচয় আমি নিকটবর্তী। দোয়াকারী যখন আমাকে ডাকে তখন আমি ডাকে সাড়া দহি।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৬]

২. শরিয়ত অনুমোদিত কোন একটি মাধ্যম দিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে ওসলিা দয়ো।

৩. দোয়ার ফলাফল প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়া না করা। তাড়াহুড়া করা দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে বড় বাধা। হাদিসি এসছে, “তোমাদের কারো দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাড়াহুড়া করে বলে যে: ‘আমি দোয়া করছে;’

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কিন্তু, আমার দোয়া কবুল হয়নি”[সহি বুখারী (৬৩৪০) ও সহি মুসলমি (২৭৩৫)]

সহি মুসলমি (২৭৩৬) আরও এসছে- “বান্দার দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা কোন পাপ নিয়ে কথিবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন করা নিয়ে দোয়া করে। বান্দার দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা ফলাফল প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়া না করে। জিজ্ঞাসে করা হল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাড়াহুড়া বলতে কী বুঝাচ্ছেন? তিনি বললেন: বল যে, আমি দোয়া করছি, আমি দোয়া করছি; কিন্তু আমার দোয়া কবুল হতে দেখিনি। তখন সে ব্যক্তি উদ্যম হারিয়ে ফলে এবং দোয়া ছড়ে দেয়।”

৪. দোয়ার মধ্যে পাপের কিছু না থাকা। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন করা নিয়ে দোয়া না হওয়া; যমেনটি ইতপূর্বে উল্লখেতি হাদিসে এসছে- “বান্দার দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দা কোন পাপ নিয়ে কথিবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন করা নিয়ে দোয়া করে।”

৫. আল্লাহর প্রতিভাল ধারণা নিয়ে দোয়া করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমার বান্দা আমার প্রতি যমেন ধারণা করে আমি তমেন।’[সহি বুখারী (৭৪০৫) ও সহি মুসলমি (৪৬৭৫)] আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিসে এসছে, “তোমরা দোয়া কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস (একীন) নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া কর।”[সুনানে তরিমযি, আলাবানী সহিহুল জামে গ্রন্থে (২৪৫) হাদিসটিকে ‘হাসান’ আখ্যায়তি করছেন]

তাই যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতিভাল ধারণা পোষণ করে আল্লাহ তার উপর প্রভুত কল্যাণ ঢলে দেন, তাকে উত্তম অনুগ্রহে ভূষতি করেন, উত্তম অনুকম্পা ও দান তার উপর ছড়িয়ে দেন।

৬. দোয়াতে মনোযোগ থাকা। দোয়াকালে দোয়াকারীর মনোযোগ থাকবে এবং যাঁর কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে তাঁর মহত্ব ও বড়ত্ব অন্তরে জাগ্রত রাখবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “তোমরা জনে রাখ, আল্লাহ কোন উদাসীন অন্তরে দোয়া কবুল করেন না।”[সুনানে তরিমযি (৩৪৭৯), সহিহুল জামে (২৪৫) গ্রন্থে শাইখ আলবানী হাদিসটিকে ‘হাসান’ আখ্যায়তি করছেন]

৭. খাদ্য পবতির (হালাল) হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন, “আল্লাহ তও কেবেল মুতাকীদরে থেকেই কবুল করেন”[সূরা মায়দো, আয়াত: ২৭] এ কারণে যে ব্যক্তির পানাহার ও পরধিয়ে হারাম সে ব্যক্তির দোয়া কবুল হওয়াকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদূরপর্যন্ত বিবেচনা করছেন। হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ব্যক্তির কথা উল্লখে করেন, যিনি দীর্ঘ সফর করছেন, মাথার চুল উস্কুখুস্ক হয়ে আছে; তিনি আসমানের দিকে হাত তুলে বলেন: ইয়া রব্ব, ইয়া

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

রব্ব! কন্িত্তু, তার খাবার-খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পরধিয়ে হারাম, সতে হারাম খয়ে পরপিয়ুট হয়েচে তাহলে এমন ব্য়ক্‌তরি দোয়া কভিবে কবুল হবে?[সহহি মুসলমি, (১০১৫)]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলনে, হারাম ভক্ষণ করা দোয়ার শক্‌তকি নেস্ট করে দেয়ে ও দুর্বল করে দেয়ে।

৮. দোয়ার ক্‌ষত্রে কেনে সীমালঙ্ঘন না করা। কেনেনা আল্লাহ তাআলা দোয়ার মধ্যে সীমালঙ্ঘন করাটা অপছন্দ করেনে। আল্লাহ তাআলা বলনে, “তোমরা বনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের রবকে ডাক; নশ্চিয় তনি সীমালঙ্ঘনকারীদরে পছন্দ করেনে না।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ৫৫] আরও বস্‌তারতি জানতে দেখুন 41017 নং প্রশ্নোত্তর।

৯. ফরয আমল বাদ দয়িে দোয়াতে মশগুল না হওয়া। যমেন, ফরয নামায়রে ওয়াক্‌তে ফরয নামায় বাদ দয়িে দোয়া করা কথিবা দোয়া করতে গয়িে মাতাপতির অধিকার ক্‌ষণ করা। খুব সম্ভব বশিষ্টি ইবাদতগুজার জুরাইজ (রহঃ) এর কাহনী থেকে এ ইঙ্‌গতি পাওয়া যায়। কারণ জুরাইজ (রহঃ) তার মায়রে ডাকে সাড়া না দয়িে ইবাদতে মশগুল থেকেছেন। ফলে মা তাকে বদদোয়া করেনে; এতে করে জুরাইজ (রহঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠনি পরীক্ষার সম্মুখীন হন।

ইমাম নববী (রহঃ) বলনে, আলমেগণ বলছেন: এতে প্রমাণ রয়েছে যে, জুরাইজের জন্য সঠকি ছিলি মায়রে ডাকে সাড়া দয়ো। কেনেনা তনি নফল নামায় আদায় করছিলনে। নফল নামায় চালয়িে যাওয়াটা হচ্‌ছে- নফল কাজ; ফরয নয়। আর মায়রে ডাকে সাড়া দয়ো ওয়াজবি এবং মায়রে অবাধ্য হওয়া হারাম....”[শারহু সহহি মুসলমি (১৬/৮২)]

আরও অধকি জানতে মুহাম্মদ বনি ইব্রাহমি আল-হামাদ রচতি “আল-দুআ” নামক বইটি দেখুন।